

সেই মেয়েটা

সেই মেয়েটা আমার বন্ধু  
চোখে ফুলেদের প্রেম  
ঠোঁটে সমুদ্রের হাসি  
গালে ছোট্ট একটা তিল

গলায় মধুর সুর  
কপালে দুশ্চিন্তার ভাজ  
ত্বকে আলোর প্রতিফলন  
যেন এক স্বচ্ছ আয়না  
যদিও সেই আয়নায় কোনো পুরুষকে দেখা যায় না

হাত কোমল, নরম আঙুল  
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সুখ যে হাতে খুঁজে পাওয়া যায়  
যে হাতে শুধু ফুলেদেরই মানায়

শিমুল তুলোর মতো সুন্দর কোমরের কথা আর না-ই বলি

মাথা ভরা চুল  
কোমর পর্যন্ত নেমে এসেছে কেশ  
তার চুলে সারাদিন ঢেউ খেলে বেড়ায় মৌসুমি বায়ু  
খোঁপায় রাজত্ব করে রক্তজবা আর রজনীগন্ধা  
আজ কে তার চুলে বেনী করে দেবে  
এই নিয়ে চিরুণীদের মাঝে দন্দ শুরু হয়ে যায়  
সে যখন গোলাপ স্নান শেষে বাহিরে আসে  
তার চুলদের দেখে মনে হয় যেন এক জীবন্ত ফাঁসির দড়ি  
যেন আমার গলায় জড়িয়ে যাচ্ছে  
হৃৎপিণ্ড ভুলে যাচ্ছে নিঃশ্বাস নিতে

তার চোখের রঙ কালো  
যদিও আমি তাকে ভিনদেশী বলি  
কিন্তু আসলে সে আমার কাঙ্ক্ষিত নারী  
যার হাতে মানায় চুড়ি আর পড়নে লাল পাড় শাড়ি  
গলায় বিনুকের মালা আর কানে ফুলেদের আহাজারি  
নাকে একটা হালকা নাকফুল

তার চোখটা সবসময় মিসিসিপি নদীর জলে ভেজা  
কিন্তু সাগরকন্যার বৈশিষ্ট্য ধরে রাখতে নোনা জলও সে চোখে ধারণ করে  
চোখের বাহিরে সারাক্ষণ পাহারা দেয় একদল পাপড়ি  
মাঝে মাঝে তাদের কাজল দিয়ে সাজানো হয়

কখনো কখনো তারা মনের মধ্যে ভয় জাগায়  
কখনো যেন আবার চোখের জলে ধুয়ে না যায়

কপালটা খালি  
যদি অগোছালো চুলেরা তাকে খালি থাকতে দেয় না  
কখনো আবার লজ্জার ঘোমটা তার কপালকে ভরিয়ে দেয়  
অনুভূতির আকাঙ্ক্ষায়

গালে লাল গোলাপের ছোয়া  
বিকেল রোদের দুট্টমি  
হঠাৎ হঠাৎ আলতো করে মিষ্টি চুমু আঁকে তারা  
কখনো বা আঁচল আবার কখনো দুহাতের আড়ালে লুকিয়ে পরে লজ্জা  
এসবেই তার গাল সাজে  
আর তাতে পরিপূর্ণতা দান করে তার গালের নিচে থাকা চোঁট তিলটা

গোলাপ বনের ঠোঁটে পুরুষের মৃত্যু বসে থাকে  
মৃত্যুও যে এতো সুন্দর হতে পারে তা কেও কল্পনা করতে পারেনা  
ইচ্ছা করে বারবার মৃত্যুবরণ করতে  
কিন্তু তার ঠোঁটে মৃত্যুবরণ করার অধিকার আমার নেই

সে যখন আমার নাম ধরে ডাকে  
মনে হয় পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য তার গলায় নেমে আসে  
এক অকল্পনীয় সুন্দর সুরে সে আমায় ডাকে  
ইচ্ছে করে এ জীবনটা তার গলায় আমার নামটা শুনেই কাটিয়ে দিই  
সে যখন কথা বলে, পাখিরাও চুপ করে থাকে  
নীরব হয়ে যায় চারিদিক  
খুব মনোযোগ দিয়ে শুনি তার কথা  
কত শব্দই না ছুড়ে দেয় সে আমাকে  
সকলকে গুছিয়ে নিয়ে যত্নে রেখে দিই আমি

ফুলেরা ব্যতীত আজ পর্যন্ত কেও তার হাতের আদর পায়নি  
কখনো ছুয়ে দেখেনি কোনো পুরুষ  
শুধু চুড়ি, আর ফুলেদের স্থান হয়েছে সেই সুখের দরবারে  
সে দরবারে পরাজিত হয়েছে মৃত্যুও  
লাশেরা পেয়েছে নতুন জীবন

তার ত্বকের উজ্জ্বলতা আমায় অন্ধ করে দেয়  
আমি কিছুই দেখতে পাই না  
ভালো-মন্দের বিচার করতে পারি না  
তাই নিজেকে ধরে রাখতে চোখ ফিরিয়ে আনতে হয়  
নাহলে যে চিরতরে অন্ধ হয়ে যাবো

প্রকৃতির দেওয়া নানা সৌন্দর্যে তার দেহটা সাঁজে  
আমিই শুধু তাকে কিছু দিতে পারিনা  
কি করব  
আজও কবিতা লেখার জন্য চাঁদের কাছে জোৎস্না ধার করতে হয়  
কখনো তার রূপের আলো চাইনি কবিতা লেখার জন্য  
যদি কখনো সুযোগ হয় তাকে আরেকটু জোৎস্না এনে দিব  
দিনের বেলা সূর্যালোকে আর রাতে আমার দেওয়া জোৎস্নায় সে সাজবে  
তাকে দেখে কবির বুকে আবারও মৃত্যুবরণ করার ইচ্ছা জাগবে  
কবির সুর তুলবে I'm in want of love  
আমিও সেই দলে থাকবো

সবশেষে তার মনের সৌন্দর্যের কথা বলি

তার মনটা খুবই সরল  
সে মানুষকে ভালোবাসতে চায়, ভালো রাখতে চায়  
কিন্তু একদল কামনায় বশীভূত মানুষ তাকে ভুলভাবে ব্যবহার করে

ভেবেছিলাম তার মনের প্রহরী হব  
কিন্তু না  
সেই স্থান আমার জন্য নয়  
অন্য কোনো পুরুষের জন্য রক্ষিত

আসলে আমি শব্দে ব্যাখ্যা করতে পারছি না তার মনের সৌন্দর্য  
এতোটাই ভালো সে  
এতোটাই সরল সে  
আর অল্প একটু বোকা

তবে তার চার প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট হৃৎপিণ্ডের কোথাও আমার জায়গা হয়নি  
এখনো বাহিরে দাড়িয়ে কড়া নেড়ে চলেছি  
তবে খুব তাড়াতাড়িই হয়তো অব্যাহতি নিব  
কেননা এভাবে বেশি দিন বাঁচা যায় না  
কবির কিছু পায় না  
উপাসনালয়ের বাহিরে জুতা রেখে গেলে জুতা চুরি হয় না

হ্যাঁ  
এই যে মেয়েটার কথা বললাম  
সে আমার বন্ধু  
যার গল্প শুরু হয় সৌন্দর্য দিয়ে, শেষ হয় সৌন্দর্য দিয়ে  
মাঝে থাকে দুঃখ, কষ্ট, বেদনা ইত্যাদি ইত্যাদি  
তবে এসব আমার কবিতার অংশ নয়

আগে ভালোভাবে তাকে জেনে নিই  
তারপর সময় হলে লিখব  
যদি তার চার প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট হৃৎপিণ্ডের কোথাও আমার জায়গা হয়

এবার মনে হচ্ছে সত্যিই মারা যাব  
কে জানে তোমার সৃতিদের থেকে কবে মুক্তি পাব

Written By: Md. Siam Mia  
Dedicated to: Nur(Suropriya, Hridmohini)  
December 14, 2023  
01:15 amসেই মেয়েটা

সেই মেয়েটা আমার বন্ধু  
চোখে ফুলেদের প্রেম  
ঠোঁটে সমুদ্রের হাসি  
গালে ছোট্ট একটা তিল

গলায় মধুর সুর  
কপালে দুশ্চিন্তার ভাজ  
ত্বকে আলোর প্রতিফলন  
যেন এক স্বচ্ছ আয়না  
যদিও সেই আয়নায় কোনো পুরুষকে দেখা যায় না

হাত কোমল, নরম আঙুল  
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সুখ যে হাতে খুঁজে পাওয়া যায়  
যে হাতে শুধু ফুলেদেরই মানায়

শিমুল তুলোর মতো সুন্দর কোমরের কথা আর না-ই বলি

মাথা ভরা চুল  
কোমর পর্যন্ত নেমে এসেছে কেশ  
তার চুলে সারাদিন ঢেউ খেলে বেড়ায় মৌসুমি বায়ু  
খোঁপায় রাজত্ব করে রক্তজবা আর রজনীগন্ধা  
আজ কে তার চুলে বেনী করে দেবে  
এই নিয়ে চিরুণীদের মাঝে দন্দ শুরু হয়ে যায়  
সে যখন গোলাপ স্নান শেষে বাহিরে আসে  
তার চুলদের দেখে মনে হয় যেন এক জীবন্ত ফাঁসির দড়ি  
যেন আমার গলায় জড়িয়ে যাচ্ছে  
হৃৎপিণ্ড ভুলে যাচ্ছে নিঃশ্বাস নিতে

তার চোখের রঙ কালো  
যদিও আমি তাকে ভিনদেশী বলি  
কিন্তু আসলে সে আমার কাঙ্ক্ষিত নারী  
যার হাতে মানায় চুড়ি আর পড়নে লাল পাড় শাড়ি  
গলায় ঝিনুকের মালা আর কানে ফুলেদের আহাজারি  
নাকে একটা হালকা নাকফুল

তার চোখটা সবসময় মিসিসিপি নদীর জলে ভেজা  
কিন্তু সাগরকন্যার বৈশিষ্ট্য ধরে রাখতে নোনা জলও সে চোখে ধারণ করে  
চোখের বাহিরে সারাক্ষণ পাহারা দেয় একদল পাপড়ি  
মাঝে মাঝে তাদের কাজল দিয়ে সাজানো হয়  
কখনো কখনো তারা মনের মধ্যে ভয় জাগায়  
কখনো যেন আবার চোখের জলে ধুয়ে না যায়

কপালটা খালি  
যদি অগোছালো চুলেরা তাকে খালি থাকতে দেয় না  
কখনো আবার লজ্জার ঘোমটা তার কপালকে ভরিয়ে দেয়  
অনুভূতির আকাঙ্ক্ষায়

গালে লাল গোলাপের ছোয়া  
বিকেল রোদের দুষ্টুমি  
হঠাৎ হঠাৎ আলতো করে মিষ্টি চুমু আঁকে তারা  
কখনো বা আঁচল আবার কখনো দুহাতের আড়ালে লুকিয়ে পরে লজ্জা  
এসবেই তার গাল সাজে  
আর তাতে পরিপূর্ণতা দান করে তার গালের নিচে থাকা চোটু তিলটা

গোলাপ বর্নের ঠোঁটে পুরুষের মৃত্যু বসে থাকে  
মৃত্যুও যে এতো সুন্দর হতে পারে তা কেও কল্পনা করতে পারেনা  
ইচ্ছা করে বারবার মৃত্যুবরণ করতে  
কিন্তু তার ঠোঁটে মৃত্যুবরণ করার অধিকার আমার নেই

সে যখন আমার নাম ধরে ডাকে  
মনে হয় পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য তার গলায় নেমে আসে  
এক অকল্পনীয় সুন্দর সুরে সে আমায় ডাকে  
ইচ্ছে করে এ জীবনটা তার গলায় আমার নামটা শুনেই কাটিয়ে দিই  
সে যখন কথা বলে, পাখিরাও চুপ করে থাকে  
নীরব হয়ে যায় চারিদিক  
খুব মনোযোগ দিয়ে শুনি তার কথা  
কত শব্দই না ছুড়ে দেয় সে আমাকে  
সকলকে গুছিয়ে নিয়ে যত্নে রেখে দিই আমি

ফুলেরা ব্যতীত আজ পর্যন্ত কেও তার হাতের আদর পায়নি  
কখনো ছুয়ে দেখেনি কোনো পুরুষ  
শুধু চুড়ি, আর ফুলেদের স্থান হয়েছে সেই সুখের দরবারে  
সে দরবারে পরাজিত হয়েছে মৃত্যুও  
লাশেরা পেয়েছে নতুন জীবন

তার ত্বকের উজ্জ্বলতা আমায় অন্ধ করে দেয়  
আমি কিছুই দেখতে পাই না  
ভালো-মন্দের বিচার করতে পারি না  
তাই নিজেকে ধরে রাখতে চোখ ফিরিয়ে আনতে হয়  
নাহলে যে চিরতরে অন্ধ হয়ে যাবো

প্রকৃতির দেওয়া নানা সৌন্দর্যে তার দেহটা সাঁজে  
আমিই শুধু তাকে কিছু দিতে পারিনা  
কি করব  
আজও কবিতা লেখার জন্য চাঁদের কাছে জোৎস্না ধার করতে হয়  
কখনো তার রূপের আলো চাইনি কবিতা লেখার জন্য  
যদি কখনো সুযোগ হয় তাকে আরেকটু জোৎস্না এনে দিব  
দিনের বেলা সূর্যালোকে আর রাতে আমার দেওয়া জোৎস্নায় সে সাজবে  
তাকে দেখে কবির বুকে আবারও মৃত্যুবরণ করার ইচ্ছা জাগবে  
কবির সুর তুলবে I'm in want of love  
আমিও সেই দলে থাকবো

সবশেষে তার মনের সৌন্দর্যের কথা বলি

তার মনটা খুবই সরল  
সে মানুষকে ভালোবাসতে চায়, ভালো রাখতে চায়  
কিন্তু একদল কামনায় বশীভূত মানুষ তাকে ভুলভাবে ব্যবহার করে

ভেবেছিলাম তার মনের প্রহরী হব  
কিন্তু না  
সেই স্থান আমার জন্য নয়  
অন্য কোনো পুরুষের জন্য রক্ষিত

আসলে আমি শব্দে ব্যাখ্যা করতে পারছি না তার মনের সৌন্দর্য  
এতোটাই ভালো সে  
এতোটাই সরল সে  
আর অল্প একটু বোকা

তবে তার চার প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট হৃৎপিণ্ডের কোথাও আমার জায়গা হয়নি  
এখনো বাহিরে দাড়িয়ে কড়া নেড়ে চলেছি

তবে খুব তাড়াতাড়িই হয়তো অব্যাহতি নিব  
কেননা এভাবে বেশি দিন বাঁচা যায় না  
কবির কিছু পায় না  
উপাসনালয়ের বাহিরে জুতা রেখে গেলে জুতা চুরি হয় না

হ্যাঁ  
এই যে মেয়েটার কথা বললাম  
সে আমার বন্ধু  
যার গল্প শুরু হয় সৌন্দর্য দিয়ে, শেষ হয় সৌন্দর্য দিয়ে  
মাঝে থাকে দুঃখ, কষ্ট, বেদনা ইত্যাদি ইত্যাদি  
তবে এসব আমার কবিতার অংশ নয়

আগে ভালোভাবে তাকে জেনে নিই  
তারপর সময় হলে লিখব  
যদি তার চার প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট হৃৎপিণ্ডের কোথাও আমার জায়গা হয়

এবার মনে হচ্ছে সত্যিই মারা যাব  
কে জানে তোমার সৃতিদের থেকে কবে মুক্তি পাব

Written By: Md. Siam Mia  
Dedicated to: Nur(Suropriya, Hridmohini)  
December 14, 2023  
01:15 am